পেঁপে চাষে বিস্তারিত বিবরণী

জাতের নাম : বারি পেঁপে-১

জনপ্রিয় নাম : শাহী পেঁপে

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-১০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১২%) ও সুস্বাদু

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চারা লাগানোর ৩-৪ মাস পর ফুল আসে। ফুল আসার ৩-৪ মাস পর পাকা পেঁপে সংগ্রহ করা যায়। গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ৪০-৬০ টি। ফলের ওজন ৮০০-১০০০ গ্রাম। শাঁস ২ সেমি পুরু হয়, রং গাঢ় কমলা থেকে লাল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৬২-৭৯

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬০ - ২৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০-৬০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১.৫ - ২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

পৌষ (ডিসেম্বর- জানুয়ারি)।

ফসল তোলার সময় :

চারা রোপণের ৬-৭ মাস পর কাঁচা পেঁপে তোলা যায়। ফুল আসার ২-৩ মাস পর ফলের কষ হালকা হয় এবং ৩-৪ মাস পর ফলের গা হালকা হলদে রং দেখা দিলে পাকা ফল তোলা যায়।

তথ্যের উৎস :

বারো মাস ফল উৎপাদন, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬, ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১১।

জাতের নাম : বাদশা

জনপ্রিয় নাম : বাদশা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-১০০

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

প্রায় ডিম্বাকার,মাঝারি আকারের। পাকলে শাঁস কমলা লাল।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৩০-১৪৫ -

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৩৫টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১.৫ গ্রাম - ২.৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

পৌষ (ডিসেম্বর- জানুয়ারি)।

ফসল তোলার সময় :

ফুল আসার ২-৩ মাস বয়সে ফলের কষ হালকা হয়ে এলে সবজি এবং ৩-৪ মাস পর ফলের গা হালকা হলদে রং দিখা দিলে পাকা ফল তোলা যায়।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি ,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

জাতের নাম : বারি পেঁপে-১

জনপ্রিয় নাম : শাহী পেঁপে

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-১০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১২%) ও সুস্বাদু

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চারা লাগানোর ৩-৪ মাস পর ফুল আসে। ফুল আসার ৩-৪ মাস পর পাকা পেঁপে সংগ্রহ করা যায়। গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ৪০-৬০ টি। ফলের ওজন ৮০০-১০০০ গ্রাম। শাঁস ২ সেমি পুরু হয়, রং গাঢ় কমলা থেকে লাল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৬২-৭৯

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬০ - ২৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০-৬০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

আশ্বিন (সেপ্টেম্বর- অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় :

চারা রোপণের ৬-৭ মাস পর কাঁচা পেঁপে তোলা যায়। ফুল আসার ২-৩ মাস পর ফলের কষ হালকা হয় এবং ৩-৪ মাস পর ফলের গা হালকা হলদে রং দেখা দিলে পাকা ফল তোলা যায়।

তথ্যের উৎস :

বারো মাস ফল উৎপাদন, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬, ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১১।

জাতের নাম : বাদশা

জনপ্রিয় নাম : বাদশা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-১০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : পাকলে শাঁস কমলা লাল।

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

প্রায় ডিম্বাকার, মাঝারি আকারের। পাকলে শাঁস কমলা লাল।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৩০ - ১৪৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৩৫

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

আশ্বিন (সেপ্টেম্বর- অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় :

ফুল আসার ২-৩ মাস বয়সে ফলের কষ হালকা হয়ে এলে সবজি এবং ৩-৪ মাস পর ফলের গা হালকা হলদে রং দিখা দিলে পাকা ফল তোলা যায়।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

জাতের নাম : রেড লেডি

জনপ্রিয় নাম : রেড লেডি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : আমদানিকৃত

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-১০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : মাংস বেশ পুরু, গাঢ় লাল, স্বাদে বেশ মিষ্টি ও সুগন্ধিযুক্ত।

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চারা রোপনের ৩-৪ মাসের মধ্যে ফুল আসে এবং প্রথম ফল পাওয়া যায় ৬-৮ মাসের মধ্যে। প্রতিটি গাছে ৫০-১২০ পর্যন্ত ফল ধারন করে। এই জাতের পেঁপে গুলি বেশ বড়। এক একটি ফলের ওজন ১.৫ থেকে ২ কেজি। মাংস বেশ পুরু, গাঢ় লাল, স্বাদে বেশ মিষ্টি ও সুগন্ধিযুক্ত। ফলের রং লাল-সবুজ।। এই জাতের পেঁপে রিং স্পট ভাইরাস রোগ সহ্য ক্ষমতা আছে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১১৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪০ - ১৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৫-৪০টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪ - ০.৬ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

আশ্বিন (সেপ্টেম্বর- অক্টোবর) এবং পৌষ (ডিসেম্বর- জানুয়ারি)

ফসল তোলার সময় :

প্রথম ফল পাওয়া যায় ৭-৯ মাসের মধ্যে। পুষ্ট হওয়ার সময় কোন কোন ফলে হলুদ রং ধারন করবে। পুষ্ট ফলে কিছু দিয়ে খোচা দিলে থেকে পানির মত তরল আঠা বের হবে। অপুষ্ট ফল থেকে দুধের মত ঘন আঠাবের হবে।

তথ্যের উৎস :

বারো মাস ফল উৎপাদন, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬।

পুষ্টিমানের তথ্য

পুষ্টিমান :

ভিটামিন এ এর অন্যতম উৎস হল পাকা পেঁপে। তাছাড়া পেঁপেতে প্রতি ১০০ গ্রামে কার্বহাইড্রেট রয়েছে ৮.৩ গ্রাম, পানি ৮৯.৬%,শর্করা ৯.৫%, ভিটামিন এ ২০২০ এইউ/ ১০০ গ্রাম, ভিটামিন সি ৪০ মিগ্রা /১০০ গ্রাম, খাদ্য শক্তি ৪২ কিলোক্যালরি/১০০ গ্রাম।

তথ্যের উৎস :

বারো মাস ফল উৎপাদন, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬।

বীজ ও বীজতলার তথ্য

বর্ণনা : পলিথিন ব্যাগে চারা তৈরি করলে রোপণের পর চারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৫X১০ ইঞ্চি আকারের ব্যাগে সমান পরিমাণ বালি, মাটি ও পচা গোবরের মিশ্রণ ভর্তি করে ব্যাগের তলায় ২-৩টি ছিদ্র করুন।সদ্য সংগৃহীত বীজ হলে ১ টি এবং পুরাতন বীজ হলে ২-৩ টি বীজ প্রতিটি পলিথিনে বপণ করতে হবে। প্রতিটি পলিথিনে ১টি চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : পলিথিন ব্যাগে চারা তৈরি করলে রোপণের পর চারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৫X১০ ইঞ্চি আকারের ব্যাগে সমান পরিমাণ বালি, মাটি ও পচা গোবরের মিশ্রণ ভর্তি করে ব্যাগের তলায় ২-৩টি ছিদ্র করুন।সদ্য সংগৃহীত বীজ হলে ১ টি এবং পুরাতন বীজ হলে ২-৩ টি বীজ প্রতিটি পলিথিনে বপণ করতে হবে। প্রতিটি পলিথিনে ১টি চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে। বীজতলাতেও পেঁপের চারা উৎপাদন করা যায়। সেক্ষেত্রে ১ মিটার চওড়া, ৩-৫ মিটার লম্বা ও ১০-১৫ সেন্টিমিটার উঁচু বেড/বীজতলা তৈরি করতে হবে। বীজতলার মাটির সাথে প্রতি বর্গমিটারে ২-৩ কেজি গোবর সার ও কিছু বালি মিশিয়ে দিতে হবে। বীজতলায় ১০-১৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে সারি করে প্রতি সারিতে ৩-৪ সেন্টিমিটার পরপর ১-১.৫ সেন্টিমিটার গভীরে বীজ বুনতে হবে।

বীজতলা পরিচর্চা : শোধনকৃত বীজ বপনের পর ঝরনার সাহায্যে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে খড় দিয়ে ঢেকে তার ওপর পলিথিন দিয়ে রাখতে হবে। এভাবে পলিব্যাগ দিয়ে ঢাকা অবস্থায় ৭ থেকে ১০ দিন রাখতে হবে। বীজ অঙ্কুরোদগমের পর পলিথিন তুলে ফেলতে হবে এবং প্রথম অবস্থায় ৭ দিন পর পর কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমনঃ এমকজিম ২ গ্রাম ১লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। চারার বয়স ৩০ থেকে ৪০ দিন হলে রোপণ করতে হবে এবং চারা লাগানোর আগে পলিব্যাগে ভালোভাবে পানি দিয়ে ভিজিয়ে ১ দিন পর চারা লাগাতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

চাষপদ্ধতির তথ্য

চাষপদ্ধতি :

গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর চারার গোঁড়ায় মাটির বলসহ গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে । চারা রোপণের পর পানি , খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে ।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল, বিএ আর আই, ২০১১। ফসলের পুষ্টি সমস্যা ও প্রতিকার, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৪।

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

মৃত্তিকা :

পেঁপে গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারেনা এজন্য উঁচু, উর্বর দোঁয়াশ থেকে এঁটেল দোঁয়াশ মাটি উত্তম। পেঁপের জমি হবে জলাবদ্ধতা ও বন্যামুক্ত এবং সেচ সুবিধাযুক্ত।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :
ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	সারের পরিমাপ
ইউরিয়া	৪০০-৫০০গ্রাম
টিএসপি	৫০০গ্রাম
এমওপি	৪৫০-৫০০গ্রাম
জিপসাম	২৫০গ্রাম
জিংক	২০গ্রাম
বোরন	২০গ্রাম

সার প্রয়োগের পদ্ধতিঃ চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে প্রতি গর্তে ১৫ কেজি গোবর সার,টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট ও বোরিক এসিড দিতে হবে। ইউরিয়া ও এমওপি সার চারা রোপনের ১ মাস পর থেকে প্রতি মাসে একবার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া গাছে প্রতি ৫০ গ্রাম ও এমওপি ৫০ গ্রাম। গাছে ফুল এলে এই মাত্রা দ্বিগুণ করতে হবে। ফল তোলার ২ মাস আগে সার দেয়া বন্ধ করতে হবে।

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল, বিএ আর আই, ২০১১। ফসলের পুষ্টি সমস্যা ও প্রতিকার, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৪।

সেচের তথ্য

সেচ ব্যবস্থাপনা :

অতিরিক্ত সেচ গোড়া পচন রোগ এর অনুকূল। বৃষ্টি বা অতিরিক্ত সেচের পানি জমিতে জমতে দিবেন না। এর পর জো এলে কোদাল/নিড়ানি দিয়ে মাটির ওপরের চটা ভেঙে দিন। শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিন।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

1: অতিরক্ত পানি দ্রুত বের করে দিতে হবে।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

কলসি দিয়ে ড্রিপ সেচ দিন ।কলসির নিচে ড্রিল মেশিন দিয়ে ছোট ছিদ্র করে তাতে পাটের আঁশ প্রবেশ করাতে হবে । কলসি মাদার মাঝখানে এমন ভাবে বসাতে হবে যেন ছিদ্র ও আঁশ মাটির নিচে থাকে । কলসির ছিদ্রের সাথে যুক্ত পাটের আঁশ আস্তে আস্তে গাছের গোঁড়ায় পানি সরবরাহ করবে । মাদা সবসময় ভিজা থাকবে ফলে লবনাক্ত পানি উপরে উঠে আসবেনা ।

তথ্যের উৎস :

ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১১।

আগাছার তথ্য

আগাছার নাম : কাঁটানটে

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি মৌসুমে।

প্রতিকারের উপায় :

ফসলের প্রথম ৩০দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখুন। গভীর চাষ দিন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : বথুয়া

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : বিরুৎ জাতীয় একবর্ষজীবী আগাছা। সারা বছর জন্মে তবে প্রধানত রবি মৌসুমের।

প্রতিকারের উপায় :

চারা রোপণের পর প্রথম ৪০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখুন। গভীর চাষ দিন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে ।মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই করুন ।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে । খরা সইতে পারে । এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয় ।মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে আকো বা ছায়াতে এর বিচরণ ।

প্রতিকারের উপায় :

চারা রোপনের ৩০ দিন পর্যন্ত মাদার চারদিকের আগাছা পরিষ্কার করুন। এরপর প্রতিবার সার দেয়ার সময় বাগানের আগাছা পরিষ্কার করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই। বর্ষা মৌসুমে আগাছা পরিষ্কার করা খুব দরকার।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করুন । চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।বীজতলায় বা বেডে প্রতি বর্গমিটারে রবি মৌসুমে ৫০-৬০ টি এবং খরিফ মৌসুমে ৪০-৫০ টি চারা রাখা উত্তম। মূল পেঁপে বাগানের আগাছা পরিষ্কার করে দিন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ তথ্য

বাংলা মাসের নাম : ফাল্গুন

ইংরেজি মাসের নাম : ফেব্রুয়ারী

ফসল ফলনের সময়কাল : সারা বছর

দুর্যোগের নাম : ঝড় / শিলাবৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

খুঁটি মেরামত করে মজবুত করে নিন। নিষ্কাশন নালা প্রস্তত রাখুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

প্রস্তুতি : বাত্তি ফসল তুলে ফেলুন। খুঁটির ব্যবস্থা করুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : এপ্রিল

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি , খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : খরা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

সেচ নালা, সেচ যন্ত্র প্রস্তত রাখুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

ঝরনা/ ঝাঁঝরি দিয়ে সেচ দিন।

প্রস্তুতি : সারিতে বুনুন, যাতে জমিতে সেচের পানি সমানভাবে জমিতে দেওয়া যায়। নালা তৈরি করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

বাংলা মাসের নাম : ফাল্গুন

ইংরেজি মাসের নাম : মার্চ

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি , খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : ঝড় বৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

অতিরিক্ত পানি বের করার নালা প্রস্তত রাখুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

প্রস্তুতি : সারিতে চারা লাগান, যাতে জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার জন্য নালা রাখুন। জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করা ব্যবস্থা রাখুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

পোকার তথ্য

পোকার নাম : পেঁপের সাদা মাছি পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট,দেহের রং হলুদাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট,দুটি সাদা পাখা বিশিষ্ট ।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকা পাতার নিচে থেকে রস চুষে খায়।খাওয়া স্থানে হলদে ছিট ছিট দাগ পাওয়া যায়।

আক্রমণের পর্যায় : সব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : সব

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার (২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে)১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাবেন না বা বিক্রি করবেন না।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড় বা অবশিষ্ট অংশ ভালোভাবে ধ্বংস করা। আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

ফলের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, মৃত্যুঞ্জয় রায়, অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৬।

পোকার নাম : পেঁপের মিলিবাগ/ছাতরা পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : ছাতরা পোকা

পোকা চেনার উপায় : ৩-৪ মিলিমিটার আকারের গোলাপি রঙের, ডিম্বাকার, পেটে খাঁজকাটা দাগ আছে। গায়ে সাদা মোমের মতো আবরণ থাকে। পূর্বয়স্ক পুরুষ পোকার রং হালকা গোলাপি সাদা।

ক্ষতির ধরণ : দলবদ্ধভাবে ফল,পাতা ও ডালের রস চুষে নেয় ফলে গাছ দুর্বল হয়। পোকার আক্রমণে পাতা, ফল ও ডালে সাদা সাদা তুলার মত দেখা যায়। অনেক সময় পিঁপড়া দেখা যায়। এর আক্রমণে অনেক সময় পাতা ঝরে যায় এবং ডাল মরে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।পোকার উপস্থিতি দেখলে তা সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

ফলের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, মৃত্যুঞ্জয় রায়, অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৬।

রোগের তথ্য

রোগের নাম : পেঁপের মোজাইক

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : পাতায় হলুদ সবুজ ছিট ছিট দাগ পড়ে, শিরা হলুদ হয়, পাতা বিকৃত হয়। তীব্র আক্রমণে বয়স্ক পাতা ঝরে পড়ে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

জমিতে জাব পোকা দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি. ২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে।ম্যালাথিয়ন জাতীয় কীটনাশক স্প্রে করেও জাব পোকা দমন করা যায় ।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জাব পোকা দ্বারা মোজাইক রোগের ভাইরাস ছড়ায়। কাজেই জাব পোকা নিয়ন্ত্রণ করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

ফলের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, মৃত্যুঞ্জয় রায়, অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৬।

রোগের নাম : পেঁপের পাতা কোকড়ানো রোগ

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : এ রোগে পাতা কুঁকড়ে মচমচে হয়ে যায়।তীব্র আক্রান্ত পাতা ছেঁড়া ছেঁড়া দেখায়।পাতার শিরা পুরু, মোটা ও গাঢ় সবুজ হয়। আক্রান্ত গাছে সাধারণত ফুল আসেনা বা এলেও খুব কম ফল ধরে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : যেকোন অবস্থা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি. ২ মুখ)১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে।সকাল বেলা গাছে ছাই ছিটিয়ে দিলে এই পোকা গাছ থেকে পড়ে যাবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পেঁপে বাগানের আশেপাশে টমেটো ও তামাক গাছ লাগাবেন না ।এসব গাছের সাদা মাছি এ রোগ ছড়ায়।নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র তুলে ফেলতে হবে।

তথ্যের উৎস :

ফলের রোগ, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৪।

রোগের নাম : পেঁপের উইল্টিং রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক/ ব্যাকটেরিয়া

ক্ষতির ধরণ : যেকোন বয়সের গাছে এ রোগ হতে পারে। রোগাক্রান্ত গাছের পাতা প্রথমে হলদে এবং পরে বাদামী রং ধারণ করে । গাছের শাখা প্রশাখা আগা থেকে শুকিয়ে যেতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ গাছটি মরে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : যেকোন অবস্থা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : শিকড় , কান্ডের গোঁড়ায়

ব্যবস্থাপনা :

আক্রান্ত গাছের গোড়ার মাটিতে জিপসাম অথবা চুন প্রয়োগ করুন।

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন। বীজ শোধন করে নিন।

অন্যান্য :

জমি থেকে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলুন। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ১% বর্দোমিকচার বা কুপ্রাভিট ৪গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। মাঠে/ বাগানে পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : পেঁপের শুটি মোল্ড

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগের আক্রমণে পাতায় ,ফলে ও কান্ডে কাল ময়লা জমে।জাব পোকা ও মিলিবাগের আক্রমণ এ রোগ ডেকে আনে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

মিলিবাগের আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার (২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে)১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই ফল খাবেন না বা বিক্রি করবেন না। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।জাব পোকা ও মিলিবাগ নিয়ন্ত্রণ করুন।

অন্যান্য :

তীব্র আক্রান্ত পাতা তুলে ফেলতে হবে।অল্প আক্রান্ত পাতায় সাবানের পানি স্প্রে করতে হবে। মিলিবাগের নিয়ন্ত্রণে প্রতিলিটার পানিতে ৫ গ্রাম সাবানের গুড়া মিশিয়ে স্প্রে করতে পারেন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : পেঁপের গোড়া পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : চারা ও গাছ উভয়ই আক্রান্ত হয়।আক্রান্ত কান্ডে প্রথমে জল বসা দাগ দেখা যায়।দাগ ধীরে ধীরে বড় হয় ও মাটি সংলগ্ন কান্ডকে ঘিরে ফেলে । আক্রান্ত গাছের পাতা হলুদ হয় ও অকালে ঝরে পরে।চরম অবস্থায় আক্রান্ত স্থান পচে যায় এবং সেখান থেকে গাছ ভেঙ্গে পড়ে যায় ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : শিকড় , কান্ডের গোঁড়ায়

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে রিডোমিল এম জেড ৭২ বা কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন-এইমকোজিম ২০ গ্রাম)প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পেঁপে বাগানের নিকাশ ব্যবস্থা ভাল রাখুন। বীজ বোনার আগে ব্যাভিস্টিন দিয়ে শোধন করে নিন। ভাসিয়ে সেচ না দিয়ে গোঁড়ায় রিং সেচ দিন ।

অন্যান্য :

অল্প আক্রান্ত গাছের গোঁড়ার কান্ডে সম পরিমান চুন ও তুঁতে পানিতে গুলে (১০গ্রাম চুন+১০ গ্রাম তুত+১ লিটার পানি)ব্রাশ দিয়ে আক্রান্ত স্থানে লেপে চিকিৎসা করা যেতে পারে।

তথ্যের উৎস :

ফলের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, মৃত্যুঞ্জয় রায়, অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৬। কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : পেঁপের ড্যাম্পিং অফ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত চারার গোড়ার চারদিকে ভেজা দাগ দেখা যায় । শিকড় পচে যায়, চারা নেতিয়ে পড়ে গাছ মারা যায় । স্যাঁতস্যাঁতে মাটি ও মাটির উপরিভাগ শক্ত হলে রোগের প্রকোপ বাড়ে ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : গোঁড়া

ব্যবস্থাপনা :

বীজতলায় চারা ঘন থাকলে পাতলা করে দিন।পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করুন।গোড়ায় ছাই ছিটিয়ে রাখতে পারেন।

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রৌদ্রযুক্ত উঁচু স্থানে বীজ বপন করুন। বীজতলায় বীজ বপনের ১৫ দিন আগে মাটি শোধন করুন। নিয়মিত গাছ ও বাগান পরিদর্শন করুন। ভাইরাসমুক্ত বীজ বা চারা ব্যবহার করুন। লাগানোর আগে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন: এইমকজিম অথবা ৪ গ্রাম ট্রাইকোডারমা ভিরিডি মিশিয়ে ১৫-২০ মিনিট ধরে বীজ শোধন করে নিন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

বীজতলায় ১% বোর্দো মিশ্রণ ছিটিয়ে দিন। আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করা । আক্রান্ত পাতা ও ডগা অপসারণ করে মাটিতে পুতে ফেলা বা পুড়ে ফেলা।

তথ্যের উৎস :

ফলের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, মৃত্যুঞ্জয় রায়, অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৬। কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল তোলা : ফল ধরার দু'মাস পরেই ফলের কষ যখন হালকা হয়ে আসে এবং জলীয়ভাব ধারন করে তখন সবজি হিসেবে এগুলো বাজারজাতকরণের জন্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। পাকা খাওয়ার জন্য যখনই পেঁপের গায়ে একটু হলুদ রং দেখা দেয় তখনই সংগ্রহ করা উচিত। গাছের সব পেঁপে একসাথে সংগ্রহ করা যায় না। যখন যে ফলের রং হলুদ হবে তখনই সেটি সংগ্রহ করতে হয়। এ অবস্থায় সংগ্রহ করলে পেঁপে সম্পূর্ণ পাকতে ৩ থেকে ৪ দিন সময় নিয়ে থাকে। সাধারণত ফল ধরার ৯০ থেকে ১০০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহের উপযুক্ত হয়ে থাকে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

সংগ্রহের পর ফলগুলো এক সারিতে খড়ের ওপর রেখে খড় দিয়ে ঢেকে রাখলে সমানভাবে পাকে। ফল সংগ্রহের পর হালকা গরম পানিতে (৫০-৫৫ ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রায়) ৫-১০ মিনিট রাখুন। অতঃপর ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে নিন। ফল ছায়ায় শুকিয়ে খবরের কাগজ দ্বারা মুড়িয়ে বাঁশের ঝুড়ি অথবা কাগজের প্যাকিং কারুন। এতে ফল পচা রোগ কম হবে এবং পরিবহন কালে ফল কম খতিগ্রস্ত হবে।

সংরক্ষণ : ঠান্ডা ও বাতাস চলাচল করা জায়গাতে ফল ঘষা বা চাপ খায় না এমন ভাবে সংরক্ষন করুন। চটের ছালা মাটিতে বিছিয়ে ২ থেকে ৩ দিন পাকা পেঁপে রাখা যাবে। কাঁচা পেঁপে ৩ দিন পর্যন্ত রাখা যায় আবার পানিতে ভিজিয়ে কাঁচা পেঁপে ৪ থেকে ৫ দিন রাখা যায়।

তথ্যের উৎস :

বারো মাস ফল উৎপাদন, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬, পরাগ প্রকাশনী।

বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

বীজ উৎপাদন :

পেঁপের বংশবিস্তার বীজ দিয়ে হয়। তবে বিশেষ কোন জাত সংরক্ষণ ও আবাদ করতে চাইলে নিয়ন্ত্রিত পরাগায়ণের মাধ্যমে (হাতের সাহায্যে স্ত্রী ফুলটিকে পুরুষ ফুলের সাথে ঘষে দেওয়া) বীজ উৎপাদন করতে পারেন। প্রতি গর্তে ৩টি চারা রোপণ করুন।ফুল আসলে ১টি স্ত্রী গাছ রেখে বাকি গাছ তুলে ফেলুন। তবে , পরাগায়ণের জন্য বাগানে ১০-১৫ স্ত্রী গাছ প্রতি ১টি পুরুষ গাছ রাখুন। ফুল থেকে ফল ধরা নিশ্চিত মনে হলে একটি বোঁটায় একটি ফল রেখে বাকিগুলো ছিঁড়ে ফেলুন। গাছ ঝড়ো বাতাস ও ফলের ভার সহ্য করার জন্য বাঁশের খুঁটি/ ঠেকার ব্যবস্থা নিন। ফল পরিপক্ক হলে ফসল সংগ্রহ করে বীজ আলাদা করুন।

বীজ সংরক্ষণ:

বীজের গায়ে যে পিচ্ছিল পদার্থ থাকে তা অঙ্কুরোদগম (বীজ বের হওয়া) রোধ করে। সুতরাং পাকা ফল থেকে বীজ সংগ্রহের পর ছাইয়ের সাথে মিশিয়ে পাটের বস্তা/ বাঁশের কুলা/ ছোট ছিদ্রযুক্ত চালুনির উপর ঘষে পানিতে ধুয়ে পিচ্ছিল পদার্থ পরিস্কার করুন। বীজ পরিষ্কার করার পর ভালোভাবে শুকিয়ে ছিদ্রহীন এবং বাতাসহীন এমন পাত্রে সংরক্ষণ করলে অনেক বছর ধরে বীজ ভাল থাকে।

তথ্যের উৎস :

বারো মাস ফল উৎপাদন, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬, পরাগ প্রকাশনী।

কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
পেঁপে উৎপাদন কারী চাষি, বি এডিসি, ডিএই এর হর্টিকালচার সেন্টার সমূহ ও বেসরকারি উদ্যান নার্সারি, বিএইউ, বি এ আর আই এর আঞ্চলিক কেন্দ্র।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

বিএডিসি এর সার বিক্রয় কেন্দ্র। সরকার অনুমোদিত সার ডিলার। গোবর/ জৈব সার প্রাপ্তি সাপেক্ষে। বালাইনাশক স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায়।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

খামার যন্ত্রপাতির তথ্য

যন্ত্রের নাম : বারি সোলার পাম্প

ফসল : পেঁপে

যন্ত্রের ধরন : সেচ

যন্ত্রের ক্ষমতা : গড় পানি নির্গমন ক্ষমতা প্রতি মিনিটে ১৪০ লিটার।

যন্ত্রের উপকারিতা :

কৃষিতে সৌর পাম্প সেচ পদ্ধতি ডিজেল চালিত সেচ পাম্পের বিকল্প, দূষণমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব। বাংলাদেশে ১৭.৫ লক্ষ সেচ যন্ত্র রয়েছে যার মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ ডিজেল চালিত। প্রতি বছর ডিজেলের দাম বেড়েই চলছে, সেই হিসেবে বারি সোলার পাম্প ডিজেল চালিত পাম্পের বিকল্প হতে পারে।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

১। বারি উদ্ভাবিত সেন্ট্রিফিউগাল টাইপ সৌর পাম্প ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সেচের জন্য উপযোগী। ২। এই পাম্প দ্বারা ২০ ফুট গভীরতা থেকেও পানি তোলা যায়। ৩। এই পাম্প চালনায় তৈল ও জ্বালানি লাগে না। ৫।এই পাম্প ৯০০ ওয়াট সোলার প্যানেল দ্বারা চালনা করা হয়। ৬। এ পাম্পে কোন ব্যাটারি লাগে না।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

বাজারজাত করণের তথ্য

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ভ্যান,ট্রলি, পিকাপ ট্রাক,লঞ্চ, শীতাতপ কাভার্ড ভ্যাব,কার্গো বিমানে।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে স্থানীয় হাট বাজারে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

মোড়কীকরণ ঝুড়িতে/ কার্টনে খড় বিছিয়ে ২.০-২.৫ সেমি পরিমাণ উঁচু করে পেঁপে কাগজ/ পাতলা পলিসিট দিয়ে মুড়িয়ে সারি সারি করে বিছিয়ে রেখে বাজারজাত করুন।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।